তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/দেহার পাওয়ার হাউস সার্কেল ভাকরা বিয়াস ম্যানেজমেন্ট বোর্ড (পিডব্লিউ) স্লাপার এবং আরেকজন

বনাম

আবগারি এবং কর কর্মকর্তা, সুন্দর নগর/ কর্তৃত্ব মূল্যায়ন

(২০১৯-সালের দেওয়ানি আপিল নং ৮২৭৬-৮২৭৭)

২৫শে অক্টোবর, ২০১৯

[অরুণ মিশ্রা, এম. আর. শাহ এবং বি. আর. গাভাই, বিচারপতিগণ]

হিমাচল প্রদেশ মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৫: ধারা ৪৮ - হাইকোর্ট কর্তৃক ৪৮ ধারার অধীনে সংশোধন ক্ষমতা প্রয়োগ – আদেশের তারিখ থেকে ৯০ দিনের বেশি সময় ধরে সংশোধন দাখিল করা হলে বিলম্বের জন্য ক্ষমা - সীমা আইনের ধারা ৫, ২৯ এর প্রযোজ্যতা – ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে সীমা আইনের ধারা ৫ এর বিধান প্রয়োগ করা যাবে না এবং হাইকোর্ট বিলম্বকে প্রশ্রয় দিতে পারে না - এর স্থায়িত্ব - স্থির করেঃ স্থির করেঃ টেকসই নয় - ২০০৫ সালের আইনের অধীনে সংশোধনী হাইকোর্টের কাছে পড়ে আছে, তাই সীমানা আইনের ধারা ৫ এর বিধান প্রযোজ্য, এবং ধারা ৫ এর বিধানগুলির কোনও স্পষ্ট ব্যতিক্রম নেই এবং ধারা ২৯(২) অনুসারে, যদি না কোনও বিশেষ আইন সীমানা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ এর বিধানগুলিকে স্পষ্টভাবে বাদ দেয় - সুতরাং, ধারা ৫ এর বিধানগুলি ধারা ৪৮ এর অধীনে সংশোধনী বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ ২০০৫ সালের আইনের অধীনে বিধানগুলি স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়নি - সংশোধনী দাখিলে বিলম্ব ক্ষমা করা হয়েছে – সীমা আইন, ১৯৬৩ - ধারা ৫, ২৯।

বিষয়টি হাইকোর্টে প্রেরণ করে, আদালত

আদেশঃ ১.১ সীমানা আইনের ধারা ২৯-এ থাকা বিধানগুলি সঞ্চয়ের সাথে সম্পর্কিত। কোনও বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত কোনও মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য নির্ধারিত সীমা সম্পর্কিত বিধানগুলি তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল থেকে পৃথক, ধারা ৩-এর বিধানগুলি তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল নির্ধারণ করা হলে প্রযোজ্য হবে। ধারা ৪ থেকে ২৪-এ থাকা বিধানগুলি কেবলমাত্র ততটুকু এবং ততটুকু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যতটুকু স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়নি। সীমানা আইনের ধারা ৫ নির্দিষ্ট জরুরি পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়কাল বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। এই বিধানটি আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির (১৯০৮ সালের ৫) আদেশ XXI এর বিধানের আবেদনে বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, যদি আদালত সন্তুষ্ট হন যে আপিলকারী/আবেদনকারীর আপিল না করার বা সীমার মধ্যে আবেদন না করার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহলে আদালত নির্ধারিত সময়ের পরেও তা গ্রহণ করতে পারে। ধারা ৫-এর সাথে সংযুক্ত ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যদি আপিলকারী বা আবেদনকারী নির্ধারিত সময়সীমা নির্ধারণ বা গণনা করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের কোনও আদেশ, অনুশীলন বা রায় দ্বারা বিভ্রান্ত হন, তাহলে ধারা ৫-এর অর্থ অনুসারে যথেষ্ট কারণ হতে পারে।

১.২ হিমাচল প্রদেশ মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৫ এর ধারা ৪৫-এ থাকা বিধানগুলি আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে প্রদত্ত প্রতিটি মূল আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা করে। ধারা ৪৫-এর উপ-ধারা (৪) ৬০ দিনের মধ্যে অথবা আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করে আপিল দায়ের করার বিধান রাখে। সুতরাং, ধারা ৪৫(৪) এ থাকা বিধানগুলির কারণে, ধারা ৫-এর নীতিগুলি আপিল কর্তৃপক্ষের সামনে আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যা অন্যথায় নির্দিষ্ট বিধানের অভাবে কর্তৃপক্ষের উপর প্রযোজ্য হত না। ধারা ৪৬(১) এর বিধান অনুসারে কমিশনারকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সংশোধনের জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সংশোধনের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ৫ বছর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, ট্রাইব্যুনাল আদেশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আবেদন গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। ধারা ৪৮ এর বিধান বিবেচনা করা হলে, হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনা প্রদান করা হয় এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এই আদেশ জারির ৯০ দিনের মধ্যে একটি পুনর্বিবেচনা দায়ের করতে পারেন। ধারা ৪৮(১) কোথাও সীমানা আইনের বিধানের প্রযোজ্যতা স্পষ্টভাবে বাদ দেয় না। ধারা ৫ এর বিধানগুলি ধারা ৪৮ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ ২০০৫ সালের আইনের অধীনে বিধানগুলি স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু, ধারা ৪৫(৪)-এর বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, যা সীমানা আইনের মতো বিলম্বকে ক্ষমা করার বিধান করে, যা কর্তৃপক্ষকে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা প্রদান করে। অধিকন্তু, ধারা ৪৬-এর অধীনে স্বতঃপ্রণোদিত সংশোধনও প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৪৮-এ, কোনও স্পষ্ট ব্যতিক্রম নেই। আইনের পরিকল্পনার কারণে, এটি অনুমান করা যায় না যে, সীমানা আইনের ধারা ৫-এর বিধানগুলি অন্তর্নিহিতভাবে বাদ দেওয়া

হয়েছে। ২০০৫ সালের আইনের বিধান অনুসারে, ধারা ২৯(২) এ থাকা বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে কারণ কোনও স্পষ্ট বর্জন বা অন্তর্নিহিততা নেই। ধারা ২৯(২) এ থাকা বিধানগুলির কারণে, সীমা আইনের ধারা ৫ এর বিধানগুলি ২০০৫ সালের আইনের ধারা ৪৮ এর অধীনে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১.৩ ২০০৫ সালের আইনের অধীনে পুনর্বিবেচনা হাইকোর্টের কাছে থাকায়, সীমা আইনের ধারা ৫ এর বিধান প্রযোজ্য, এবং ধারা ৫ এর বিধানগুলির কোনও স্পষ্ট ব্যতিক্রম নেই এবং ধারা ২৯(২) অনুসারে, যদি না কোনও বিশেষ আইন স্পষ্টভাবে এই বিধানটি বাদ দেয়, তাহলে সীমা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ প্রযোজ্য। হিমাচল প্রদেশ ভ্যাট আইন, ২০০৫ এর পরিকল্পনা বিবেচনা করলে, এটি স্পষ্ট যে এর পরিকল্পনা সীমা আইনের বিধানগুলিকে তার মূলনীতি থেকে বাদ দিচ্ছে না যা ধারা ৫ এর নীতিগুলিকে আপিল দায়েরের ক্ষেত্রেও একটি কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে তোলে। তবে উক্ত বিধানের জন্য কর্তৃপক্ষের বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা থাকবে না। এর অর্থ হলো, এটা স্পষ্ট যে সীমানা আইনের ধারা ৫ এর বিধানগুলি বাতিল করা হয়নি; ২০০৫ সালের আইনের ধারা ৪৮ এর অধীনে সীমানা মওকুফ করার জন্য তাদের ভূমিকা রয়েছে। কমিশনারকে ৫ বছরের মধ্যে সংশোধনের ক্ষমতা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং, সীমানা আইনকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য নয়। সংশোধন দাখিলের বিলম্ব মওকুফ করা হয়েছে।

১.৪ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে টেকসই বলা যাবে না। সীমানা আইনের ধারা ৫ এর বিধানগুলি ২০০৫ সালের আইনের ধারা ৪৮ এর অধীনে পুনর্বিবেচনা বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করা হয়। বিতর্কিত রায় এবং আদেশগুলি বাতিল করা হয়।

প্যাটেল ব্রাদার্স বনাম অসম রাজ্য এবং অন্যান্যরা, (২০১৭) ২ এস. সি. সি ৩৫০; শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার বনাম হঙ্গো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৯) ৫ এস. সি. সি ৭৯১; হুকুমদেব নারায়ণ যাদব বনাম ললিত নারায়ণ মিশ্র (১৯৭৪) ২. এস. সি. সি ১৩৩; সাকুরু বনাম তানাজি এ. আই. আর ১৯৮৫ এস. সি ১২৭৯; লতা কামত বনাম বিলাস (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি ৬১৩; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম কার্তিক চন্দ্র দাস এবং অন্যান্যরা (১৯৯৬) ৫ এস. সি. সি ৩৪২; মুকরি গোপালন বনাম চেপ্পিলাত পুথানপুরাইল

আবুবাকার (১৯৯৫) ৫ এস. সি. সি ৫; মাঙ্গু রাম বনাম দিল্লি পৌর কর্পোরেশন (১৯৭৬) ১ এস. সি. সি ৩৯২; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (২০০১) ৮ এস. সি. সি ৪৭০; কন্সোলিডেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ বনাম প্রধান সচিব, সেচ বিভাগ এবং অন্যান্যরা (২০০৮) ৭ এস. সি. সি ১৬৯; কাস্টমস ও সেন্ট্রাল এক্সাইজ কমিশনার বনাম হঙ্গো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন, (২০০৯) ৫ এস. সি. সি ৭৯১, মধ্য প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন বনাম অংশুমান শুক্লা (২০১৪) ১০ এস. সি. সি ৮১৪; প্যাটেল ব্রাদার্স বনাম অসম রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১৭) ২ এস. সি. সি ৩৫০; এম. পি স্টিল কর্পোরেশন বনাম সেন্ট্রাল এক্সাইজ কমিশনার (২০১৫) ৭ এস. সি. সি ৫৮, কাস্টমস সেন্ট্রাল এক্সাইজ কমিশনার, নয়ডা বনাম পঞ্জাব ফাইবার্স লিমিটেড, নয়ডা (২০০৮) ৩ এস. সি. সি ৭৩; সিং এন্টারপ্রাইজ বনাম কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার, জামশেদপুর এবং অন্যান্যরা (২০০৮) ৩ এস. সি. সি ৭০; চৌধরানা স্টিলস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার, এলাহাবাদ (২০০৯) ১৫ এস. সি. সি ১৮৩ - উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[2017] 1 SCR 95 অনুচ্ছেদ 4 উল্লেখ করেছে

(2009) 5 SCC 791 অনুচ্ছেদ 4 উল্লেখ করেছে

[1974] 3 SCR 31 অনুচ্ছেদ 7 উল্লেখ করেছে

AIR 1985 SC 1279 অনুচ্ছেদ 8 উল্লেখ করেছে

[1989] 2 SCR 137 অনুচ্ছেদ 9 উল্লেখ করেছে

[1996] 2 SCR 373 অনুচ্ছেদ 10 উল্লেখ করেছে

[1995] 2 SCR 1 অনুচ্ছেদ 11 উল্লেখ করেছে

[1976] 2 SCR 260 অনুচ্ছেদ 12 উল্লেখ করেছে

[2001] 3 SCR 619 অনুচ্ছেদ 13 উল্লেখ করেছে

[2008] 5 SCR 1108 অনুচ্ছেদ 14 উল্লেখ করেছে

(2009) 5 SCC 791 অনুচ্ছেদ 15 উল্লেখ করেছে

[2014] 11 SCR 361 অনুচ্ছেদ 16 উল্লেখ করেছে

[2017] 1 SCR 95 অনুচ্ছেদ 17 উল্লেখ করেছে

(2015) 7 SCC 58 অনুচ্ছেদ 18 উল্লেখ করা হয়েছে

(2008) 3 SCC 73 অনুচ্ছেদ 19 উল্লেখ করেছে

[2007] 13 SCR 952 অনুচ্ছেদ 19 উল্লেখ করেছে

(2009) 15 SCC 183 অনুচ্ছেদ 20 উল্লেখ করেছে

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার: ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৮২৭৬-৮২৭৭।

২০১৮ সালের সিআর নং ২২৪ এবং ২২৫-এ সিমলায় হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের ১৯.১১.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৮২৭৮, ৮২৭৯, ৮২৮০, ৮২৮১ সহ।

ধ্রুব মেহতা, অজয় ভোরা, প্রবীণ আইনজীবী, যশরাজ সিং দেওরা, শ্যাম আগরওয়াল, সুশ্রী সোনাল মাশঙ্কর, আনমোল মেহতা, অভিমন্যু ঝাম্বা, সুশ্রী হেমলতা রাঙ্গা, আশীষ ঝাম্বা, সমীর আলী খান, সুশ্রী কবিতা ঝা, শাম্মী কাপুর, সুশ্রী স্বাতী আগরওয়াল, টি রমেশ, সুশ্রী এল মহেশ্বরী, এ লক্ষ্মীনারায়ণন, সন্দীপ গোয়েল, সুশ্রী এ অনামিকা, পবনশ্রী আগরওয়াল, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেছেন

অরুণ মিশ্রা, বিচারপতি।

১. প্রশ্ন হলো, হিমাচল প্রদেশ মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০০৫ ('২০০৫ সালের আইন') এর ৪৮ ধারার অধীনে সংশোধন ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, ২০০৫ সালের আইনের ৪৮ ধারার অধীনে সংশোধনের ক্ষেত্রে, আদেশের তারিখ থেকে ৯০ দিনের বেশি সময় ধরে বিলম্বকে কি হাইকোর্ট ক্ষমা করে, নাকি এটি ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ২৯ ধারার প্রযোজ্যতা এবং সীমা আইনের ৫ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্যতাকে বাদ দেয় কিনা।

২. ১৯.১১.২০১৮ তারিখের আপত্তিকর রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট হিমাচল প্রদেশ কর ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে ২০০৫ সালের আইনের ধারা ৪৮ এবং ৬৪(৫) এর অধীনে দায়ের করা পুনর্বিবেচনার বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ২০১৭ সালের সিএমপি(এম) নং ১৩৭১ হিমাচল প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম ট্রাইট্রনিক্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, শীর্ষক একটি সমন্বয় বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর বিধান প্রয়োগ করা যাবে না এবং হাইকোর্ট বিলম্বকে ক্ষমা করতে পারে না। ২০০৫ সালের আইনের ধারা ৪৮ এ বর্ণিত ৯০ দিনের মধ্যে পুনর্বিবেচনা দাখিল করতে হবে।

৩. ২০০৫ সালের আইনের ৪৮ ধারায় হাইকোর্টের সংশোধন ক্ষমতা সম্পর্কিত বিধানগুলি নিম্নরূপ:

"৪৮. হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনা। - (১) ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (২) অথবা ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীনে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি, এই আদেশের ৯০ দিনের মধ্যে, হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টে এই আদেশের সংশোধনের জন্য আবেদন করতে পারবেন, যদি এতে আইনের ভুল সিদ্ধান্ত বা আইনের কোনও প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থতার কারণে উদ্ভূত কোনও আইনগত প্রশ্ন জড়িত থাকে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে পুনর্বিবেচনার আবেদনে আদেশের সাথে জড়িত আইনের প্রশ্নটি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং হাইকোর্ট আইনের প্রশ্নটি প্রণয়ন করার যোগ্য হবে।

(৩) এই ধারার অধীনে কোন আবেদন বিচারাধীন থাকলে, হাইকোর্ট, অথবা এই পক্ষে আবেদনের ভিত্তিতে, সংশোধিত আদেশের অধীনে প্রদেয় বিতর্কিত কর, জরিমানা বা সুদের আদায় বা প্রদেয় যেকোনো পরিমাণ ফেরত স্থগিত করতে পারেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অনুসারে পর্যাপ্ত জামানত প্রদান না করলে, এই ধরনের বিতর্কিত অর্থ আদায়ের উপর স্থগিতাদেশের কোনও আদেশ ৩০ দিনের বেশি বলবৎ থাকবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীনে পুনর্বিবেচনার আবেদন অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে স্থগিতের আবেদনের শুনানি এবং সিদ্ধান্ত কমপক্ষে দুইজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে।

(৫) এই ধারার অধীনে এমন কোনও আদেশ দেওয়া যাবে না যা কোনও ব্যক্তির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, যদি না সেই ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়।"

৪. হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে ধারা ৪৮(১) এর বিধানগুলিতে ব্যবহৃত অভিব্যক্তি বিবেচনা করে, হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনা দাখিলের বিলম্বকে ক্ষমা করতে পারে না। এতে থাকা ভাষা সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতাকে বাদ দেয়। আদালত বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারে না। হাইকোর্ট আসাম মূল্য সংযোজন কর, ২০০৩ এর বিধানগুলি বিবেচনা করেছে। আসাম মূল্য সংযোজন কর, ২০০৩ এর ধারা ৮১ এর বিধানগুলি ২০০৫ সালের আইনের ধারা ৪৮ এর বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। হাইকোর্ট আসাম মূল্য সংযোজন কর, ২০০৩ এর ৮৪ ধারার

কথাও উল্লেখ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে সীমা আইনের ৪ এবং ১২ ধারার বিধানগুলি, অধ্যায়ে থাকা বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত সীমার সময়কাল গণনা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আরও দেখা গেছে যে ২০০৫ সালের আইনে, সীমাবদ্ধতা আইনের কোনও বিধান প্রযোজ্য বলে অনুমান করার কোনও বিধান নেই। প্যাটেল ব্রাদার্স বনাম আসাম রাজ্য এবং অন্যান্যরা, (২০১৭) ২ এসসিসি ৩৫০ মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে, যেখানে আসাম মূল্য সংযোজন কর, ২০০৩ এর ধারা ৮১-এ থাকা বিধানগুলি বিবেচনা করার সময়, এটি ধরা হয়েছিল যে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫-এ থাকা বিধানগুলি ধারা ৮৪-এ ব্যবহৃত ভাষার দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থের দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট কমিশনার অফ কাস্টমস অ্যান্ড সেন্ট্রাল এক্সাইজ বনাম হঙ্গো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, (২০০৯) ৫ এসসিসি ৭৯১ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেছে, যা ১৯৪৪ সালের কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের ৩৫ ধারার বিধানের প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ১৮০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে প্রসঙ্গ করতে হবে এবং ১৮০ দিনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে বিলম্ব মওকুফ করার হাইকোর্টের কোনও ক্ষমতা নেই। সুতরাং, হাইকোর্ট বলেছে যে সীমা আইনের ৫ ধারার বিধানগুলি প্রযোজ্য নয় এবং ২০০৫ সালের আইনের ৪৮ ধারার অধীনে দায়ের করা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫. সীমা আইনের ধারা ২৯-এ থাকা বিধানগুলি সঞ্চয় সম্পর্কিত। কোনও বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত কোনও মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য নির্ধারিত সীমা সম্পর্কিত বিধানগুলি তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল থেকে পৃথক, ধারা ৩-এর বিধানগুলি তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল নির্ধারণ করা হলে প্রযোজ্য হবে। ধারা ৪ থেকে ২৪-এ থাকা বিধানগুলি কেবলমাত্র ততটুকু এবং ততটুকু প্রযোজ্য হবে যতটুকু স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়নি। ধারা ২৯(২) এখানে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে:

"২৯. সঞ্চয়—

(২) যেখানে কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনে কোন মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার চেয়ে ভিন্ন সীমার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, ধারা ৩ এর বিধানগুলি তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মতো প্রযোজ্য হবে এবং কোনও বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা কোনও মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য নির্ধারিত সীমার সময়সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, ধারা ৪ থেকে ২৪ (সমেত) তে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি কেবলমাত্র ততটুকু এবং ততটুকু প্রযোজ্য হবে যতটুকু এবং যতটুকু, সেই পরিমাণ, সেই বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়নি।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৬. সীমানা আইনের ৫ নং ধারায় নির্দিষ্ট জরুরি পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করা হয়। এই বিধানটি আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি (১৯০৮ সালের ৫ নং ধারা) এর ২১ নম্বর আদেশের বিধানের আবেদনে এটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, যদি আদালত সন্তুষ্ট হন যে আপিলকারী/আবেদনকারীর আপিল না করার বা সীমার মধ্যে আবেদন না করার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহলে আদালত নির্ধারিত সময়সীমার পরেও তা গ্রহণ করতে পারে। ৫ নং ধারায় সংযুক্ত ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে বলেছে যে, যদি আপিলকারী বা আবেদনকারী নির্ধারিত সময়সীমা নির্ধারণ বা গণনা করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের কোনও আদেশ, অনুশীলন বা রায় দ্বারা বিভ্রান্ত হন, তাহলে ৫ নং ধারার অর্থ অনুসারে এটি যথেষ্ট কারণ হতে পারে।

৭. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী হুকুমদেব নারায়ণ যাদব বনাম ললিত নারায়ণ মিশ্র, (১৯৭৪) ২ এসসিসি ১৩৩ এর উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে দেখা গেছে যে, যে ক্ষেত্রে বিশেষ আইন সীমানা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ এর বিধানগুলিকে স্পষ্ট প্রসঙ্গের মাধ্যমে বাদ দেয় না, তবুও আদালতের কাছে এটি পরীক্ষা করার সুযোগ থাকবে যে বিশেষ আইনের পরিকল্পনা সীমানা আইনের কার্যকারিতাকে কতটা বাদ দেয়। যদি, প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি পরীক্ষা করে, এটি স্পষ্ট হয় যে সীমানা আইনের বিধানগুলি অপরিহার্যভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাহলে বিশেষ আইনের অধীনে বিলম্বকে প্রশংসিত করার জন্য এতে প্রদত্ত সুবিধাগুলিকে সাহায্য করা যাবে না। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮৬ ধারার প্রেক্ষাপটে, হাইকোর্ট এমন একটি নির্বাচনী আবেদন খারিজ করতে বাধ্য, যা ৮১, ৮২ অথবা ১১৭ ধারার বিধান মেনে চলে না। নির্বাচনী আবেদন ৮১ ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করতে হবে। সুতরাং, এই বিধানটি বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হয়েছিল। যে বিধানগুলি অমান্য করলে আবেদন খারিজ হওয়ার শাস্তি হতে পারে। নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করা হয়েছে:

"১৭. যদিও সীমানা আইনের ধারা ২৯(২) আইনের অধীনে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে উভয় ক্ষেত্রেই আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়েছে, তবুও এমন কোনও মামলা আমাদের নজরে আসেনি যেখানে আইনের ধারা ৮১ এর অধীনে দাখিল করা নির্বাচনী আবেদনের ক্ষেত্রে ধারা ২৯(২) প্রযোজ্য হয়েছে যার কারণে সীমানা আইনের ধারা ৪, ৫ বা ১২ এর মধ্যে কোনটি প্রযোজ্য হয়েছে। এমনকি ধরে নিচ্ছি যে যেখানে সীমানা আইনের তফসিলে নির্বাচনী আবেদনের জন্য সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি যা আইনের ধারা ৮১ এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আলাদা, সেখানেও ধারা ২৯(২) প্রযোজ্য হবে, এবং আমাদের যা নির্ধারণ

করতে হবে তা হল নির্বাচনী আবেদনের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানগুলি স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা। আমাদের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে "স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া" শব্দের অর্থ হল বিশেষ বা স্থানীয় আইনে সীমাবদ্ধতা আইনের নির্দিষ্ট বিধানগুলির একটি স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে যার কার্যক্রম বাদ দেওয়া হবে। যথারীতি অভিধানে প্রদত্ত অর্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে, তবে আমাদের দেখতে হবে যে বিশেষ আইনের পরিকল্পনা, অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে, আইন এবং এতে প্রদত্ত প্রতিকারের প্রকৃতি এমন কিনা যে আইনসভা এটিকে নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড হিসেবে অভিহিত করেছে যা কেবল তার দ্বারা প্রদত্ত বেশ কয়েকটি বিষয় পরিচালনা করবে। যদি, প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি পরীক্ষা করে, এটি স্পষ্ট হয় যে সীমানা আইনের বিধানগুলি অপরিহার্যভাবে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে আইনের বিধানগুলির পরিপূরক হিসেবে এর মধ্যে প্রদত্ত সুবিধাগুলিকে সাহায্য হিসেবে ডাকা যাবে না। আমাদের মতে, এমনকি এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষ আইন সীমানা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ এর বিধানগুলিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বাদ দেয় না, তবুও আদালতের কাছে এটি পরীক্ষা করার সুযোগ থাকবে যে এই বিধানগুলির প্রকৃতি বা বিশেষ আইনের বিষয়বস্তু এবং পরিকল্পনার প্রকৃতি তাদের কার্যকারিতাকে কতটা বাদ দেয়। সীমা আইনের ধারা ৩-এর বিধান অনুসারে, নির্ধারিত সময়ের পরে দায়ের করা মামলা, আপিল এবং করা আবেদন খারিজ করা হবে, আইনের ধারা ৮৬-এ এই বিধান রয়েছে যে, হাইকোর্ট এমন একটি নির্বাচনী আবেদন খারিজ করবে যা ৮১, ৮২ বা ১১৭ ধারার বিধান মেনে চলে না। দেখা যাবে যে ধারা ৮১ ধারা ৮৬-এ উল্লিখিত একমাত্র ধারা নয়, এবং যদি ধারা ৮১-এর অধীনে সীমানা আইন কোনও নির্বাচনী আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তবে তা ধারা ৮২ এবং ১১৭-এর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত কারণ ধারা ৮৬-এর অধীনে হাইকোর্ট বলতে পারে না যে সীমানা আইনের ধারা ৫-এর প্রয়োগের মাধ্যমে, ধারা ৮১ মেনে চলা হয়েছে, যদিও ধারা ৮২ এবং ১১৭-এর বিধান মেনে না চলার জন্য আবেদন খারিজ করার ক্ষেত্রে এই ধরণের কোনও সুবিধা পাওয়া যায় না, অথবা বিকল্পভাবে যদি সীমানা আইনের বিধান আইনের ধারা ৮২ এবং ১১৭-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়, তাহলে বলা যাবে না যে তারা ধারা ৮১-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার সীমা আইনের ধারা ৬, যেখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ বা বোকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে অক্ষমতা পরবর্তী সময় পর্যন্ত সীমার মেয়াদ বৃদ্ধির বিধান রয়েছে, তা নির্বাচনী আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একইভাবে, ধারা ৭ থেকে ২৪ আইনের অধীনে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

নয়, বিশেষ করে নির্বাচনী আবেদন দাখিল এবং তাদের বিচারের ক্ষেত্রে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৮. সাকুরু বনাম তানাজি, এআইআর ১৯৮৫ এসসি ১২৭৯ মামলায় বলা হয়েছে যে, সীমানা আইনের বিধানগুলি কেবল আদালতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আধা-বিচারিক ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষের মতো আদালত ব্যতীত অন্য সংস্থার আপিল বা আবেদনের ক্ষেত্রে নয়। যদিও সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে দেওয়ানি বা ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে, তবে বিশেষ আইনে একটি স্পষ্ট বিধান থাকতে পারে যা আপিল কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত কারণ দেখিয়ে সীমানা আইনের ধারা ৫ এর বিধানগুলি এই ধরণের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে উল্লেখ করে নির্ধারিত সীমানা মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষমতা প্রদান করে। এই ধরণের বিধানের অভাবে, ধারা ৫ এর কোনও প্রয়োগ হবে না।

৯. লতা কামাত বনাম বিলাস, (১৯৮৯) ২ এসসিসি ৬১৩ মামলায়, হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ২৮(৪) এর অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে এতে নির্ধারিত সীমা সীমা আইনের তফসিল থেকে আলাদা। সীমা আইনের ধারা ২৯(২) এর বিধান সম্পর্কে, দেখা গেছে যে হিন্দু বিবাহ আইনের বিধানগুলি সীমা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ এর বিধানগুলির কার্যকারিতা বাদ দেয় না। এগুলি প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। অতএব, রায়ের অনুলিপি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিতে হবে, যেমন সীমা আইনের ধারা ১২(২) এ উল্লেখ করা হয়েছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"১২. সীমা আইনের তফসিল হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে আপিলের বিধান করে না, তবে এটি কেবল হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ২৮-এর উপ-ধারা (৪) তে প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং ধারা ২৮-এর উপ-ধারা (৪) তে প্রদত্ত সীমা সীমা আইনের তফসিল থেকে ভিন্ন। ধারা ২৯-এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, ধারা ৪ থেকে ২৪-এর বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে যদি না সেগুলি স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়। এটা স্পষ্ট যে আইনের বিধানগুলি সীমা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ এর বিধানগুলির কার্যকারিতা বাদ দেয় না, এবং তাই বলা যায় না যে এই বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে না। অতএব এটা স্পষ্ট যে হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ২৮ এর অধীনে আপিলের ক্ষেত্রে, ধারা ১২ উপ-ধারা (২) এর বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে; অতএব, আপিলের সীমার সময়কাল গণনা

করার জন্য রায়ের অনুলিপি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিতে হবে। চন্দ্র দেব চাড্ডা মামলায়[১] দিল্লি হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ নিম্নরূপ রায় দিয়েছে: (এআইআর পৃষ্ঠা ২৪-২৫)

"হিন্দু বিবাহ আইন একটি বিশেষ আইন। এই 'বিশেষ আইন' যে 'আপিলের জন্য সীমার সময়কাল' নির্ধারণ করে তাও স্পষ্ট। সীমার সময়কাল ৩০ দিন। এটি সীমার আইন, ১৯৬৩-এর প্রথম তফসিলে নির্ধারিত সময়কাল থেকে আলাদা। কিন্তু যখন আমরা প্রথম তফসিলের দিকে ফিরে যাই, তখন আমরা দেখতে পাই যে হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য প্রথম তফসিলে কোনও বিধান নেই। এখন এটা ধরা হয়েছে যে, ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ধারা ২৯(২) এ বর্ণিত 'প্রথম তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ভিন্ন সীমার সময়কালের ব্যবস্থাপত্র'-এর পরীক্ষাটি এমন ক্ষেত্রেও সন্তুষ্ট যেখানে সীমা আইনের অধীনে একটি নির্দিষ্ট কার্যধারার সীমাবদ্ধতা বিধান করার জন্য বাদ পড়ার কারণে বিশেষ আইন এবং সীমা আইনের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, দেখুন, ক্যানারা ব্যাংক, বোম্বে বনাম ওয়ার্ডেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, বোম্বে, এআইআর ১৯৫৩ বম ৩৫, বিদ্যাচরণ শুক্লা বনাম খুবচাঁদ বাঘেল[২] মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত।

একবার পরীক্ষাটি সন্তুষ্ট হলে, ১৯৬৩ সালের সীমানা আইনের ধারা ৩, ৪ থেকে ২৪ এর বিধানগুলি তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর ফলে হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানিকারী আদালত সীমানা আইনের ধারা ৩ এর অধীনে বিশেষ আইন দ্বারা নির্ধারিত ৩০ দিনের সীমার পরে আপিল করলে তা খারিজ করার ক্ষমতা পাবে। একইভাবে, ধারা ৫ এর অধীনে পর্যাপ্ত কারণে, বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা থাকবে। একইভাবে, ধারা ১২(২) এর অধীনে, আপিল করা ডিক্রি বা আদেশের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি পেতে ব্যয় করা সময় বাদ দেওয়া হবে। যদি তাই হয়, তাহলে সীমা আইনের ধারা ১২(২) প্রযোজ্য হবে এবং তিনটি আপিলের আপিলকারীরা ডিক্রি এবং আদেশের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি পেতে তাদের নেওয়া সময় বাদ দেওয়ার অধিকারী হবেন। অতএব, আপিলগুলি সময়ের মধ্যে।"

শিপ্রা দে মামলায়[৩] কলকাতা হাইকোর্ট এবং কান্তিবাই মামলায়[৪] মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের মতামতও একই রকম। অতএব

[১]এআইআর ১৯৭৯ ডেল ২২

[২]এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১০৯৯

[৩]এআইআর ১৯৮৮ ক্যাল ২৮

[৪]এআইআর ১৯৭৮ এমপি ২৪৫

এটা স্পষ্ট যে, সীমাবদ্ধতা আইনের ভিত্তিতে উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তারও কোনও ভিত্তি নেই।"

১০. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম কার্তিক চন্দ্র দাস এবং অন্যান্যরা, (১৯৯৬) ৫ এসসিসি ৩৪২ মামলায়, অবমাননার মামলায় দায়ের করা পেটেন্ট আপিলের ক্ষেত্রে সীমা আইনের ২৯ ধারার বিধান বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। দেখা গেছে যে কোনও বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা সীমা আইনের ৪ থেকে ২৪ ধারার বিধানগুলির কোনও স্পষ্ট ব্যতিক্রম নেই, সুতরাং, ধারা ২৯(২) এর শক্তিতে, সীমা আইনের ৫ ধারা প্রযোজ্য হয়। আদালত রায় দিয়েছে:

৪. ১৯৭১ সালের আদালত অবমাননা আইনের ১৯ ধারা অনুসারে, ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করা যাবে এবং আদেশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, যদি এর প্রত্যয়িত অনুলিপি পাওয়ার জন্য সময় বাদ দেওয়া হয়। আমরা দেখেছি যে কলকাতা শহর ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে প্রযোজ্য কলকাতা হাইকোর্টের আপিল পক্ষের বিধিগুলি সীমা আইনের অধীনে সীমা প্রয়োগকে স্পষ্টভাবে বাদ দেয়নি।

৫. উত্তরদাতা পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিতে চেয়েছেন যে, লেটারস পেটেন্টের অধীনে আপিল পার্শ্ব বিধিমালার অধ্যায় ৮ এর বিধি ৩ এর প্রয়োগের মাধ্যমে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৪১ বিধি ১ এর অধীনে প্রণীত আপিল স্মারকলিপিটি এর অধীনে কল্পনানুসারে মেনে চলতে হবে কারণ এতে কোনও সীমাবদ্ধতা প্রদান করা হয়নি। অতএব, ডিভিশন বেঞ্চের এই সিদ্ধান্তে সঠিক ছিল যে আদালত অবমাননা আইনের বিধান অনুসারে বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে লেটারস পেটেন্টের ধারা ১৫ এর অধীনে দায়ের করা আপিলের জন্য সীমা আইনের মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। দেখা যাচ্ছে যে আদালত অবমাননা আইনের অধীনে, হাইকোর্ট বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। বিধি ৩৫ এ ধারণা করা হয়েছে যে:

"৩৫. মূল পক্ষের যেকোনো বিচারক বা বেঞ্চের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, আপিল সম্পর্কিত মূল পক্ষের বিধিমালা এবং আপিল পক্ষের যেকোনো বিচারক বা বেঞ্চের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, আপিল পক্ষের বিধিমালা পরিবর্তনের সাথে প্রযোজ্য হবে।"

অতএব, প্রয়োজনীয় পরিণতি দ্বারা অবমাননার কার্যধারার জন্য বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে লেটারস পেটেন্টের প্রকরণ ১৫ এর অধীনে

দায়ের করা আপিলের ক্ষেত্রে, আপিল পক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিও প্রযোজ্য এবং অনুসরণ করা হবে।

***

৭. ফলস্বরূপ, সীমা আইনের ধারা ২৯(২) এর সহপঠিত ধারা ৩ এর কার্যকারিতার মাধ্যমে, আদালত অবমাননা আইনের ধারা ১৯ এর অধীনে সীমাবদ্ধতা একটি বিশেষ আইন হিসাবে নির্ধারিত হয় এবং লেটার্স পেটেন্ট আপিল দাখিলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হয়। ফলস্বরূপ, সীমা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ পর্যন্ত লেটার্স পেটেন্ট আপিলের প্রতি আকৃষ্ট হয় যতদূর এবং যতদূর বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয় না। যেহেতু আপিল পক্ষের উপর প্রণীত বিধিমালা, লেটার্স পেটেন্টের প্রকরণ ১৫ এর অধীনে আপিল গ্রহণের জন্য বা আদালত অবমাননার অধীনে উদ্ভূত আপিলগুলি, স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়নি, তাই সীমা আইনের ধারা ৫ প্রযোজ্য হয়। আমরা মনে করি যে, অবমাননার মাধ্যমে কার্যকর করার জন্য বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিলের ক্ষেত্রে সীমানা আইনের ধারা ৫ প্রযোজ্য। অতএব, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না যে সীমানা আইনের ধারা ৫ প্রযোজ্য নয়। বিলম্ব ক্ষমা করা হচ্ছে। যেহেতু হাইকোর্ট বিষয়টির যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করেনি, তাই আমরা যোগ্যতার বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। মামলাটি যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তের জন্য ডিভিশন বেঞ্চে প্রেরণ করা হচ্ছে।"

১১. মুকরি গোপালান বনাম চেপ্পিলাত পুথানপুরাইল আবুবাকার, (১৯৯৫) ৫ এসসিসি ৫ মামলায় প্রশ্ন ওঠে যে, ১৯৬৫ সালের কেরালা ভবন (ইজারা ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ) আইনের ১৮ ধারার অধীনে গঠিত আপিল কর্তৃপক্ষের আপিল দাখিলের বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে কিনা। আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল খারিজ করে দেয় এই যুক্তিতে যে বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা তাদের নেই। বিলম্ব ক্ষমার আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না। এই আদালত রায় দিয়েছে যে, ১৯৬৫ সালের কেরালা ভবন (ইজারা ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ) আইনের ১৮ ধারার অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তিত্ব হিসেবে নয় বরং একটি আদালত হিসেবে কাজ করে, তারা সীমা আইনের ৫ ধারার অধীনে বিলম্বকে ক্ষমা করতে পারে কারণ ধারা ২৯ এর প্রযোজ্যতার জন্য দুটি প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়েছে, যথা, (i) স্থানীয় আইনের অধীনে নির্ধারিত বিভিন্ন সময়সীমা; এবং (ii) সীমা আইনের বিধানগুলির কোনও স্পষ্ট বর্জন নেই। প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

"৯. যদি উপরোক্ত দুটি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়, তাহলে ধারা ২৯(২) দ্বারা বিবেচিত পরিণতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসরণ করা হবে। এই পরিণতিগুলি নিম্নরূপ:

(i) এই ক্ষেত্রে, সীমানা আইনের ধারা ৩ প্রযোজ্য হবে যেন বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল।

(ii) মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য এই ধরনের বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত যেকোনো সীমার সময়কাল নির্ধারণের জন্য ধারা ৪ থেকে ২৪ (সমেত) সম্বলিত সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হবে যতদূর এবং যতদূর পর্যন্ত এই ধরনের বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়নি।

১০. সীমা আইনের ধারা ২৯(২)-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে, আসুন দেখা যাক আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে বিধিবদ্ধ আপিলের বিধানকারী ভাড়া আইনের ১৮ ধারা সীমা আইনের ধারা ২৯(২)-এর প্রযোজ্যতা আকর্ষণের জন্য উপরোক্ত দুটি শর্ত পূরণ করে কিনা। কেরালা ভাড়া আইন একটি বিশেষ আইন বা স্থানীয় আইন, এই বিষয়ে বিতর্ক করা যাবে না। এটিও বিতর্ক করা যাবে না যে এটি ধারা ১৮-এর অধীনে আপিলের জন্য একটি সীমার সময়কাল নির্ধারণ করে যা তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল থেকে আলাদা কারণ সীমা আইনের তফসিল ভাড়া আইনের ধারা ১৮-এর অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল দায়েরের জন্য কোনও সীমার সময়কাল বিবেচনা করে না বা অন্য কথায় এটি এই ধরনের আপিলের জন্য শূন্য সীমার সময়কাল নির্ধারণ করে। এখন এটা সুনিশ্চিত যে, একটি বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা আপিল বা আবেদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত হয় এবং যার জন্য আইনের তফসিলে কোনও বিধান নেই, সেই পরিস্থিতির সমাধান হবে ধারা ২৯(২) এর দ্বিতীয় শর্ত। বিদ্যাচরণ শুক্লা বনাম খুবচাঁদ বাঘেল[৫] মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অনুসারে, যখন সীমানা আইনের প্রথম তফসিলে কোনও নির্দিষ্ট আপিলের জন্য কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, কিন্তু বিশেষ আইন এর জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে, তখন বলা যেতে পারে যে সীমানা আইনের প্রথম তফসিলের অধীনে সমস্ত আপিল যে কোনও সময় দায়ের করা যেতে পারে, তবে বিশেষ আইন এটিকে সীমাবদ্ধ করে একটি ভিন্ন সময়ের জন্য ব্যবস্থা করে, যেখানে প্রথমটি যে কোনও সময় আপিল দায়েরের অনুমতি দেয়, পরবর্তীটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটি দায়ের করতে সীমাবদ্ধ করে।

[৫]এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১০৯৯

অতএব, এটি পূর্ববর্তীতে নির্ধারিত থেকে ভিন্ন, এবং এইভাবে ধারা ২৯(২) এমন একটি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যেখানে সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে একটি নির্দিষ্ট কার্যধারার সীমাবদ্ধতার বিধান বাদ দেওয়ার কারণে বিশেষ আইন এবং সীমাবদ্ধতা আইনের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

১১. এটাও স্পষ্ট যে, উপরোক্ত দুটি শর্ত পূরণ হয়ে গেলে, ধারা ২৯(২) নিজেই ভাড়া আইনের ১৮ ধারার অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ের করা আপিলের জন্য আবেদন করবে। ধারা ২৯(২) যখন ভাড়া আইনের ১৮ ধারার অধীনে আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তখন সেই ধারার অধীনে আপিলের জন্য নির্ধারিত সীমার সময়কাল গণনা করার জন্য, সীমা আইনের ৪ থেকে ২৪ ধারার সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। অতএব, ধারা ৫, তাদের মধ্যে একটি হওয়ায়, আবেদন করা হবে। এটাও স্পষ্ট যে ভাড়া আইনের কোথাও কোনও স্পষ্ট বর্জন নেই, যা আইনের ১৮ ধারার অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ের করা আপিলের ক্ষেত্রে সীমা আইনের ৫ ধারার প্রযোজ্যতা বাদ দেয়। ফলস্বরূপ, সীমা আইনের ধারা ২৯(২) এর আলোকে এই ধরনের আপিলের ক্ষেত্রে সীমা আইনের ধারা ৫ প্রযোজ্য হওয়ার জন্য সমস্ত আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে। জোক্কিম ফার্নান্দেজ বনাম আমিনা কুনহি উম্মা[৬] মামলায় কেরালা হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারকের সংখ্যালঘু রায়ে এই মতামতই গৃহীত হয়েছিল। ভাড়া আইনের ধারা ১৮ এর অধীনে কর্মরত আপিল কর্তৃপক্ষ একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ভুল ধারণার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠরা একমত হননি। আমাদের দ্বারা পূর্বে আলোচনা করা এই অনুমানটি ভুল প্রমাণিত হলে, তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে উক্ত সিদ্ধান্তে সংখ্যালঘুদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি।"

এটা ধরা হয়েছে যে যদি স্থানীয় বা বিশেষ আইনে কোন স্পষ্ট বর্জন না থাকে, তাহলে সীমা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ পর্যন্ত বিধানগুলি সীমা আইনের ধারা ২৯(২) এর বিধান দ্বারা প্রযোজ্য হবে।

১২. মাঙ্গু রাম বনাম দিল্লি পৌর কর্পোরেশন, (১৯৭৬) ১ এসসিসি ৩৯২ মামলায়, সীমা আইনের ধারা ৫-এর প্রয়োগ কখন বাদ দেওয়া হবে এবং বিশেষ বা স্থানীয় আইনের অনুগত বা আবশ্যিক ভাষা ধারা ৫-এর প্রয়োগ বাদ দিতে পারে কিনা, যদি অন্যথায় স্পষ্টভাবে বাদ না দেওয়া হয়।

[৬]এআইআর ১৯৭৪ কের ১৬২

দিল্লি পৌর কর্পোরেশন খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪১৭, উপ-ধারা (৩) এর অধীনে দিল্লি হাইকোর্টে একটি আবেদন দাখিল করে। খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য বিশেষ ছুটির আবেদনের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪১৭(৪) অনুসারে ষাট দিন শেষ হওয়ার আগে বিশেষ অনুমতির আবেদন করতে হবে। বিশেষ অনুমতির আবেদনটি ২৫.৮.১৯৭১ তারিখে দাখিল করা উচিত ছিল, কিন্তু এটি ২৭.৮.১৯৭১ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল। যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছিল যে ধারা ৪১৭(৪) এর উপ-ধারা (৩) এর অধীনে বিশেষ অনুমতির জন্য আবেদন করার জন্য ষাট দিন সময়সীমা বাধ্যতামূলক এবং অপ্রতিরোধ্য সময়সীমা ছিল যা অবহেলা বা শিথিল করা যায় না এবং এটি সীমা আইনের ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতাকে বাদ দেয়। এটিও বলা হয়েছে যে, যেকোনো প্রকারের বাধ্যতামূলক বা বাধ্যতামূলক ভাষায় সীমার সময়কালের বিধান ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতাকে প্রতিস্থাপন করার জন্য যথেষ্ট নয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪১৭(৪) এর অধীনে আবেদনে বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য সীমা আইনের ধারা ৫ এর বিধান প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়েছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৬. কৌশল্যা রানীর মামলায় বিবেচনার জন্য উত্থাপিত প্রশ্নটি দৃশ্যত বর্তমান মামলার মতোই ছিল, অর্থাৎ, ধারা ৪১৭ এর উপ-ধারা (৪) এ উপ-ধারা (৩) এর অধীনে বিশেষ অনুমতির জন্য আবেদন করার জন্য নির্ধারিত ষাট দিনের সময়সীমা ভারতীয় সীমা আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৫ ব্যবহার করে বাড়ানো যেতে পারে কিনা। এই আদালত রায় দিয়েছে যে ধারা ৪১৭ এর উপ-ধারা (৪) একজন অভিযোগকারীর খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য বিশেষ ছুটির আবেদনের জন্য একটি বিশেষ সময়সীমা নির্ধারণ করেছে এবং

"এই অর্থে, ষাট দিনের নিষেধাজ্ঞার এই নিয়মটি একটি বিশেষ আইন, অর্থাৎ, সীমাবদ্ধতার একটি বিধি যা বিশেষভাবে কোডেই দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণত আপিল বা আবেদনের জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল প্রদান করে না।

এই আদালত উল্লেখ করেছে যে যেহেতু

"কোডের ধারা ৪১৭-এর উপ-ধারা (৪)-এ বর্ণিত সীমার বিশেষ নিয়ম হল বেসরকারি আইনজীবী আপিল পরিচালনাকারী সীমার একটি বিশেষ আইন, সীমা আইনের ধারা ২৯(২)(খ) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, সীমা আইনের ধারা ৫ সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কোনও অসুবিধা নেই।"

এইভাবে, ১৯০৮ সালের ভারতীয় সীমা আইনের ৫ নম্বর ধারার প্রযোজ্যতা ৪১৭ সালের উপ-ধারা (৪) এ নির্ধারিত ষাট দিনের সীমার সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়েছিল, কারণ সেই আইনের ধারা ২৯(২)(খ) এর কারণে, যেখানে এতগুলি শর্তে বিধান করা হয়েছিল যে

"কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা কোন মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য নির্ধারিত সীমার সময়কাল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, এই আইনের অবশিষ্ট বিধানগুলি"

অর্থাৎ, ধারা ৪, ৯ থেকে ১৮ এবং ২২ ব্যতীত অন্যান্য ধারা "প্রযোজ্য হবে না।" এখন, কোন সন্দেহ নেই যে যদি বর্তমান মামলাটি ভারতীয় সীমা আইন, ১৯০৮ দ্বারা পরিচালিত হত, তাহলে এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হত এবং দিল্লি পৌর কর্পোরেশন ধারা ৪১৭ এর উপ-ধারা (৪) এ নির্ধারিত ষাট দিনের সীমার সময়কাল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সেই আইনের ধারা ৫ এর সাহায্য গ্রহণ করার অধিকারী হত না, যা খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতির জন্য অভিযোগকারীর আবেদনের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমান মামলায় ভারতীয় সীমানা আইন, ১৯০৮ স্পষ্টতই কোন প্রযোজ্য নয় কারণ সেই আইনটি ১৯৬৩ সালের সীমানা আইন দ্বারা বাতিল করা হয়েছে যা ১ জানুয়ারী, ১৯৬৪ থেকে কার্যকর হয়েছিল এবং তাই বর্তমান মামলাটি ১৯৬৩ সালের সীমানা আইনের বিধানগুলির উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৭. ধারা ২৯, উপ-ধারা (২) এর বিধানের ক্ষেত্রে, ১৯৬৩ সালের সীমা আইন দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থান করা হয়েছে। যেহেতু, ১৯০৮ সালের ভারতীয় সীমা আইনের ধারা ২৯, উপ-ধারা (২) এর অধীনে, প্রকরণ (খ) অনুসারে, কোনও বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা কোনও মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য নির্ধারিত সীমার সময়কাল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, ভারতীয় সীমা আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৪, ৯ থেকে ১৮ এবং ২২ এর বিধান ব্যতীত, প্রযোজ্য হবে না এবং অতএব, ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতা স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট শর্তে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাই ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ধারা ২৯, উপ-ধারা (২) এত বেশি শর্তে কার্যকর করে যে কোনও বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা কোনও মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য নির্ধারিত সীমার সময়কাল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, ধারা ৪ থেকে ২৪ এর বিধান, যার মধ্যে ধারা ৫ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে যতদূর পর্যন্ত এই বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়নি। ১৯০৮ সালের ভারতীয় সীমানা আইনের ধারা ২৯, উপ-ধারা (২), প্রকরণ (খ)

ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতাকে বিশেষভাবে বাদ দিয়েছে, যেখানে ১৯৬৩ সালের সীমানা আইনের ধারা ২৯, উপ-ধারা (২), স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, কৌশল্যা রানীর মামলায়[৭] ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতা এবং সিদ্ধান্তের অনুপাতের কথা উল্লেখ করেছে, তাই ১৯৬৩ সালের সীমানা আইন দ্বারা পরিচালিত মামলাগুলিতে কোনও প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ সেই সিদ্ধান্তটি এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে গিয়েছিল যে ভারতীয় সীমানা আইন, ১৯০৮ সালের ২৯(২)(খ) ধারার কারণে ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতা বাদ দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের অধীনে, ধারা ৫ ধারা ২৯, উপ-ধারা (২) দ্বারা বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তাই বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার মেয়াদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি আবেদনকারী দেখাতে পারেন যে সীমার সময়কালের মধ্যে আবেদন জমা না দেওয়ার জন্য তার যথেষ্ট কারণ ছিল। শুধুমাত্র যদি বিশেষ বা স্থানীয় আইন ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতা স্পষ্টভাবে বাদ দেয় তবেই এটি স্থানচ্যুত হবে। এখানে, কৌশল্যা রানী মামলায় এই আদালত যেমন উল্লেখ করেছে, ধারা ৪১৭-এর উপ-ধারা (৪) এ নির্ধারিত ষাট দিনের সময়সীমা একটি বিশেষ সীমানা আইন, এবং আমরা এই বিশেষ আইনে এমন কিছু পাই না যা স্পষ্টভাবে ধারা ৫-এর প্রযোজ্যতা বাদ দেয়। এটা সত্য যে ধারা ৪১৭-এর উপ-ধারা (৪) এর ভাষা বাধ্যতামূলক এবং বাধ্যতামূলক, কারণ এটি কোনও অনিশ্চিত শর্তে বলে যে খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতি মঞ্জুর করার জন্য কোনও আবেদন হাইকোর্ট কর্তৃক খালাসের আদেশের তারিখ থেকে ষাট দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে গ্রহণ করা হবে না। তবে সীমাবদ্ধতার সময়কাল নির্ধারণকারী প্রতিটি বিধানের ভাষা এটিই হবে। যেহেতু একটি বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা সীমার সময়সীমার বাইরে আবেদন গ্রহণের বিরুদ্ধে বাধা তৈরি করা হয়, তাই ধারা ৫ এর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে যাতে এই বাধা সত্ত্বেও আবেদনটি গ্রহণ করা যায়। কেবলমাত্র যেকোনও বাধ্যতামূলক বা বাধ্যতামূলক ভাষায় সীমার সময়সীমার বিধান ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতাকে প্রতিস্থাপন করার জন্য যথেষ্ট নয়। অতএব, উপসংহারটি অপ্রতিরোধ্য যে, ১৯৬৩ সালের সীমানা আইন কার্যকর হওয়ার পরে যেখানে খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতির আবেদন দাখিল করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ধারা ৫ আবেদনকারীর জন্য উপলব্ধ থাকবে এবং যদি তিনি দেখাতে পারেন যে ধারা ৪১৭ এর উপ-ধারা (৪) এ নির্ধারিত ষাট দিনের মধ্যে আবেদনটি গ্রহণ না করার জন্য তার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহলে আবেদনটি

[৭]এআইআর ১৯৬৪ এসসি ২৬০

নিষিদ্ধ করা হবে না এবং ষাট দিনের সময়সীমা শেষ হওয়া সত্ত্বেও, হাইকোর্টের তা গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে। অতএব, বর্তমান মামলায় হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে এখতিয়ার ছাড়া কাজ করেনি যে দিল্লি পৌর কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত আবেদনটি ধারা ৪১৭ এর উপ-ধারা (৪) এ নির্ধারিত ষাট দিনের সময়সীমা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি কারণ দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের এই সময়সীমার মধ্যে আবেদনটি গ্রহণ না করার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিশেষ ছুটি প্রদানের আদেশটি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ছিল, হাইকোর্টের ক্ষমতার বাইরের কোনও আদেশ নয়।"

১৩. ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, (২০০১) ৮ এসসিসি ৪৭০ মামলায়, আদালত ১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪(৩) এর অধীনে কার্যধারায় সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর বিধানগুলির প্রযোজ্যতার প্রশ্নটি বিবেচনা করেছে। ১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪ এর বিধানগুলি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। ধারা ৩৪(৩) এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ

"৩৪. সালিসী রায় বাতিলের আবেদন—

(৩) আবেদনকারী পক্ষ সালিসী রায় প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে অথবা, যদি ধারা ৩৩ এর অধীনে অনুরোধ করা হয়ে থাকে, তাহলে সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুরোধটি নিষ্পত্তির তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে বাতিলের জন্য আবেদন করা যাবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালত সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারীকে পর্যাপ্ত কারণে তিন মাসের মধ্যে আবেদন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাহলে আদালত আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদনটি গ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু এরপর নয়।"

ধারা ৩৪(৩) এর বিধান অনুসারে আবেদন করার জন্য তিন মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত কারণ দর্শানো হলে আদালত আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদনটি গ্রহণ করতে পারে, তবে তার পরে নয়। পপুলার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (উপরোক্ত) এর ক্ষেত্রে আদালত রায় দিয়েছে:

"৮. যদি ধারা ৩৪-এর অনুবিধিতে কেবল আদালত তার বিচক্ষণতা প্রয়োগের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করা হত, তাহলে তা সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ বাদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হত না কারণ "যেভাবেই হোক, কেবলমাত্র

অনুগত বা বাধ্যতামূলক ভাষায় সীমাবদ্ধতার সময়কালের বিধান ধারা ৫-এর প্রযোজ্যতাকে স্থানচ্যুত করার জন্য যথেষ্ট নয়"।[৮]

***

১১. সুতরাং, যেখানে আইনসভা আপিলের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সীমা নির্ধারণ করেছিল এবং সীমা আইনের ধারা ৪, ৫ এবং ১২ এর সাহায্য নেওয়ার পরে ৬০ দিনের সীমার সময়কাল গণনা করতে হয়েছিল, সেখানে এই ধারাগুলির নির্দিষ্ট অন্তর্ভুক্তির অর্থ ছিল যে সেই পরিমাণে কেবলমাত্র সীমা আইনের বিধানগুলি বর্ধিত করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় অর্থে অন্যান্য বিধানগুলির প্রযোজ্যতা বাদ দেওয়া হয়েছিল।[৯]

১২. ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার ভাষা সম্পর্কে বলতে গেলে, উপ-ধারা (৩) এর অনুবিধিতে "কিন্তু এরপর নয়" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের মতে, এই বাক্যাংশটি সীমা আইনের ধারা ২৯(২) এর অর্থের মধ্যে একটি স্পষ্ট বর্জন হিসাবে গণ্য হবে এবং তাই, সেই আইনের ধারা ৫ এর প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করবে। সংসদের আর বেশিদূর যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অনুবিধির অধীনে বর্ধিত সময়ের পরেও আদালত রায় বাতিল করার আবেদন গ্রহণ করতে পারে, তা হলে "কিন্তু এরপর নয়" বাক্যাংশটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে। ব্যাখ্যার কোনও নীতিই এই ধরনের ফলাফলকে ন্যায্যতা দিতে পারে না।"

এটা মনে করা হচ্ছে যে, যদি ধারা ৩৪-এর অনুবিধিতে কেবল আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার বিধান থাকত, তাহলে সীমা আইনের ৪ থেকে ২৪ ধারা বাদ দেওয়া যথেষ্ট হত না। তবে, ধারা ৩৪-এর "কিন্তু এরপর নয়" অভিব্যক্তিটি সীমা আইনের ২৯(২) ধারার অর্থের মধ্যে বর্জন প্রকাশ করবে।

১৪. কনসোলিডেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজেস বনাম প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সেচ বিভাগ এবং অন্যান্যরা, ২০০৮ (৭) এসসিসি ১৬৯ মামলায়, সালিসি ও সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪(৩) এ সালিসি রায় বাতিল করার জন্য নির্ধারিত সীমার সময়কাল সম্পর্কে বিবেচনার জন্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। এটি ধরা হয়েছে যে সীমা আইনের ধারা ১৪ বাদ দেওয়া হয়নি। তবে, সীমা আইনের ধারা ৫ এর প্রযোজ্যতা বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনা নিম্নরূপ:

"৫৩. এসি আইনের ধারা ৩৪-এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে, আবেদনকারী সালিসী রায় প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাস পর্যন্ত কোনও

[৮]মাঙ্গু রাম বনাম দিল্লি পৌর কর্পোরেশন, (১৯৭৬) ১ এসসিসি ৩৯২ পি ৩৯৭, অনুচ্ছেদ ৭

[৯]প্যাটেল নরনভাই মারগাভাই বনাম ধুলভাই গালভাই, (১৯৯২) ৪ এসসিসি ২৬৪

রায় বাতিলের জন্য আবেদন করার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অনুবিধি অনুসারে, আদালত যদি নিশ্চিত হন যে আবেদনকারী তিন মাসের মধ্যে আবেদন না করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ দেখিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাহলে আদালতের বিচক্ষণতার ভিত্তিতে সীমার মেয়াদ আরও ত্রিশ দিনের বেশি বৃদ্ধি করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। অনুবিধিতে "কিন্তু এরপর নয়" শব্দগুলির ব্যবহার স্পষ্ট করে যে দীর্ঘ মেয়াদ বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত কারণ তৈরি করা হলেও, মেয়াদ বাড়ানোর মেয়াদ ত্রিশ দিনের বেশি হতে পারে না। এসি আইনের ধারা ৩৪(৩) এর অনুবিধির উদ্দেশ্য সীমা আইনের ধারা ৫ এর অনুরূপ, যা যেকোনো আবেদন বা আপিলের জন্য নির্ধারিত সীমার মেয়াদ বাড়ানোর সাথেও সম্পর্কিত। আবেদনকারী যদি আদালতকে সন্তুষ্ট করে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করার জন্য তার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহলে আদালত নির্ধারিত সীমার মেয়াদ বাড়ানোর বিচক্ষণতা প্রদান করে। সীমা আইনের ৫ ধারায় বর্ধিতকরণের সময়কালের ক্ষেত্রে কোনও বহিরাগত সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, যেখানে এসি আইনের ৩৪ ধারার উপ-ধারা (৩) এর অনুবিধি সীমার মেয়াদ বৃদ্ধির সময়কালের উপর একটি সীমা নির্ধারণ করে। সুতরাং এসি আইনের ৩৪(৩) ধারার অনুবিধিও সীমার মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কিত একটি বিধান, তবে বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে সীমা আইনের ৫ ধারা থেকে পৃথক এবং এর প্রভাব কেবল সীমা আইনের ৫ ধারা বাদ দেওয়ার।

৫৪. অন্যদিকে, সীমা আইনের তৃতীয় অংশে থাকা ধারা ১৪, সীমার মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত নয় বরং সীমার মেয়াদ গণনা করার সময় নির্দিষ্ট সময় বাদ দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত। এসি আইনের ধারা ৩৪-এর উপধারা (৩) বা এসি আইনের অন্য কোনও অনুবিধি এসি আইনের ধারা ৩৪(১) এর অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে সীমার আইনের ধারা ১৪-এর প্রযোজ্যতা বাদ দেয় না। ধারা ৩৪(৩) এর বিধানও ধারা ১৪-এর প্রয়োগ বাদ দেবে না, কারণ ধারা ১৪ সীমার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং সীমার মেয়াদ গণনা করার সময় নির্দিষ্ট সময় বাদ দেওয়ার জন্য। সীমা আইনের ধারা ২৯(২) অনুসারে, এসি আইনের ধারা ৩৪(১) এর অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ আইনের ধারা ১৪ প্রযোজ্য হবে। ধারা ১৪ প্রয়োগের কারণ থাকলেও, সীমার সময়কাল তিন মাস এবং তার বেশি নয়, তবে এসি আইনের ধারা ৩৪(১) এর অধীনে আবেদনের জন্য তিন মাসের সীমার সময়কাল গণনা করার সময়, আবেদনকারী ভুল আদালতে এই ধরনের আবেদনের মামলা করার সময়কাল বাদ দেওয়া হয়, যদি

ভুল আদালতে মামলাটি যথাযথ সতর্কতার সাথে যথাযথভাবে মামলা করা হয়। অতএব, ওয়েস্টার্ন বিল্ডার্স[১০] সঠিক আইনি অবস্থান তুলে ধরেছে।"

১৫. কমিশনার অফ কাস্টমস অ্যান্ড সেন্ট্রাল এক্সাইজ বনাম হঙ্গো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন, (২০০৯) ৫ এসসিসি ৭৯১ মামলায়, কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের ধারা ৩৫-জ-তে উল্লেখিত সময়ের বাইরে বিলম্ব মওকুফ করার ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে কিনা তা বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। আপিল এবং প্রসঙ্গের সীমা সিদ্ধান্ত বা আদেশের তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে। বিধান এবং আইনের কারণে, এটি ধরা হয়েছিল যে হাইকোর্টে প্রসঙ্গ করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা সীমা আইনের ধারা ৫ এর অধীনে আদালত কর্তৃক পরম এবং অবাধ। কেন্দ্রীয় আবগারি আইনকে নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। ধারা ২৯(২) এ "স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া" এর ব্যবহার বিবেচনা করা হয়েছে, এবং দেখা গেছে যে স্পষ্টভাবে বাদ না দেওয়ার পরেও, আদালত বিষয়বস্তুর বিধান বা প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ আইন দ্বারা সীমাবদ্ধতা আইনের বর্জনের পরিমাণ পরীক্ষা করতে পারে। এই আদালত বিভিন্ন বিধানের পরিকল্পনা এবং এর অধীনে পরিকল্পনা বিবেচনা করেছে এইভাবে:

"৪. আইনের অধ্যায় VI-এ আপিলের সাথে সম্পর্কিত। ধারা ৩৫ অনুসারে, কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনও সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার (আপিল) এর কাছে এই সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিষয়ে যোগাযোগের তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেন। উপ-ধারা (১) এর অনুবিধি কমিশনার (আপিল) কে এই বিষয়ে সন্তুষ্ট করে যে আপিলকারীকে পর্যাপ্ত কারণে ষাট দিনের মধ্যে আপিল উপস্থাপন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাহলে তিনি আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল উপস্থাপনের অনুমতি দিতে পারবেন।

৫. ধারা ৩৫-খ আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিলের কথা বলে। কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) কর্তৃক প্রদত্ত কিছু সিদ্ধান্ত/আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি, আপিলের জন্য প্রদত্ত আদেশ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা অন্য পক্ষকে জানানোর তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারেন। উপধারা (৫) আপিল ট্রাইব্যুনালে নির্ধারিত সময়ের পরেও বিলম্ব মওকুফ করার ক্ষমতা দেয়, যদি সেই সময়ের মধ্যে তা উপস্থাপন না করার যথেষ্ট কারণ থাকে।

[১০](২০০৬) ৬ এসসিসি ২৩৯

৬. ধারা ৩৫-ঙঙ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পুনর্বিবেচনার বিধান রাখে। উপ-ধারা (২) অনুসারে, উপ-ধারা (১) এর অধীনে আবেদন যোগাযোগের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে করতে হবে। তবে, উপ-ধারা (২) এর অনুবিধি অনুসারে, পর্যাপ্ত কারণ দেখানো হলে, পুনর্বিবেচনা কর্তৃপক্ষকে আরও নব্বই দিনের জন্য বিলম্ব মওকুফ করতে সক্ষম করে।

৭. অপরিবর্তিত ধারা ৩৫-ছ হাইকোর্টে আপিলের কথা বলে। উপধারা ২(ক) অনুসারে, কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার বা অন্য পক্ষ কর্তৃক আপিলকৃত আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হাইকোর্টে আপিল করতে পারবেন। ১৮০ দিনের নির্ধারিত সময়ের পরে আপিল দায়েরে বিলম্বের জন্য কোনও বিধান নেই।

৮. অসংশোধিত ধারা ৩৫-জ হাইকোর্টে আবেদনের বিষয়ে কথা বলে। উপ-ধারা (১) অনুসারে, কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার বা অন্য পক্ষকে ধারা ৩৫-গ এর অধীনে আদেশের বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দেন যে ট্রাইব্যুনালের এই আদেশ থেকে উদ্‌ভূত আইনগত কোনও প্রশ্ন হাইকোর্টে পাঠাতে হবে। এখানে আবারও, উপ-ধারা (১) অনুসারে, ১৮০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে এবং হাইকোর্টে আবেদন দাখিলের জন্য সীমার সময়কাল উক্ত সময়ের বাইরে বাড়ানোর এবং বিলম্বকে ক্ষমা করার কোনও বিধান নেই।

৯. এই তিনটি আপিলের ক্ষেত্রে, আমরা ২০০৫ সালের ৪৯ নম্বর আইন (ডবলু ই এফ ২৮-১২-২০০৫) দ্বারা কেন্দ্রীয় আবগারি আইন সংশোধনের আগে আইনের ধারা ৩৫-এইচ(১) এর অধীনে হাইকোর্টে করা "প্রসঙ্গ আবেদন" নিয়ে উদ্বিগ্ন, যার মাধ্যমে ধারা ৩৫-জ সহ আইনের বেশ কয়েকটি বিধান বাদ দেওয়া হয়েছিল। তবে, প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের সামনে উল্লেখিত প্রশ্নটি বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

** ** **

৩২. যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ধারা ৩৫, ৩৫-খ, ৩৫-ঙঙ, ৩৫-ছ এবং ৩৫-জ-এ ব্যবহৃত ভাষা এই অবস্থানটি স্পষ্ট করে যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল এবং প্রসঙ্গ করা উচিত। অন্য কথায়, অন্যান্য বিধানে ব্যবহৃত ভাষা এই অবস্থানটি স্পষ্ট করে যে আইনসভা

৬০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কেবল ৩০ দিন পর্যন্ত বিলম্বকে মঞ্জুর করে আপিল কর্তৃপক্ষকে আপিল গ্রহণ করতে চেয়েছিল, যা আপিলের প্রাথমিক সীমাবদ্ধতা। নির্ধারিত সময়ের পরে পর্যাপ্ত কারণ দেখিয়ে বিলম্বকে ক্ষমা করার কোনও ধারা না থাকলে, সীমা আইনের ধারা ৫ সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব, হাইকোর্টের এই রায় যুক্তিসঙ্গত ছিল যে ১৮০ দিনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে বিলম্ব ক্ষমা করার কোনও ক্ষমতা নেই।"

আদালত এই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছে যে প্রসঙ্গের জন্য পর্যাপ্ত ১৮০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রসঙ্গ দাখিলের ক্ষেত্রে বিলম্ব ক্ষমা করার বিধান করা হয়নি। আইনসভার উদ্দেশ্য ছিল যে ১৮০ দিনের বেশি বিলম্বের জন্য কোনও ক্ষমা থাকা উচিত নয়। আদালত ১৮০ দিনের পর্যাপ্ত সময়সীমা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করেছে যা আপিল এবং পুনর্বিবেচনার জন্য নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি, তাই:

"৩৩. অন্যথায়, কমিশনার এবং আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করার জন্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য, আইনসভা যথাক্রমে ৬০ দিন এবং ৯০ দিন সময় দিয়েছে, অন্যদিকে, হাইকোর্টে আপিল এবং প্রসঙ্গ দায়ের করার জন্য ১৮০ দিনের বৃহত্তর সময় দেওয়া হয়েছে যাতে কমিশনার এবং অন্য পক্ষ এটি উপভোগ করতে পারে। আমাদের মতে, আইনসভা হাইকোর্টে প্রসঙ্গ দাখিলের জন্য পর্যাপ্ত সময়, অর্থাৎ ১৮০ দিন সময় দিয়েছে, যা আপিল এবং পুনর্বিবেচনার জন্য নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি।"

আইনের পরিকল্পনা এবং ১৮০ দিনের সীমাবদ্ধতার বিধান অনুসারে, হাইকোর্টে প্রসঙ্গ দাখিলের জন্য আপিল এবং পুনর্বিবেচনার জন্য নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ছিল।

১৬. মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন বনাম অংশুমান শুক্লা, (২০১৪) ১০ এসসিসি ৮১৪ মামলায়, এই আদালতের ৩-বিচারকের বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, মধ্য প্রদেশ মধ্যস্থম অধিকারীকরণ অধিনিয়াম, ১৯৮৩-এর ধারা ১৯-এর সংশোধনী ২০০৫ সালে করা হলেও, আদালতের যে কোনও সময় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আমলে নেওয়ার এবং কোনও রায় নথি করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, সীমা আইনের ধারা ৫-এর প্রযোজ্যতা বাদ দেওয়ার কোনও আইনী উদ্দেশ্য ছিল না। তা ছাড়া, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ১৯৮৩ সালের আইনের ধারা ১৯-এ, নির্ধারিত সীমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণের

ক্ষমতার উপর কোনও স্পষ্ট বিধিনিষেধ ছিল না। সুতরাং, ধারা ২৯(২) এর বিধানগুলি এই ধরণের রাইডার না থাকলে প্রযোজ্য হবে এবং পুনর্বিবেচনা দাখিল করতে বিলম্বকে ক্ষমা করা হবে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৩২. ১৯৮৩ সালের আইনের ১৯ ধারায় নির্ধারিত তিন মাস শেষ হওয়ার পর হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণের ক্ষমতার উপর কোনও স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। বিপরীতে, হাইকোর্টকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যেকোনো সময় রায়ের নথি তলব করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অতএব, এটা বলা যাবে না যে আইনসভার উদ্দেশ্য ছিল ১৯৮৩ সালের আইনের ১৯ ধারার উপর সীমানা আইনের ৫ ধারার প্রযোজ্যতা বাদ দেওয়া।

৩৩. আমাদের মতে, এই আইনের অধীনে গঠিত আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল কি বর্তমান মামলার উত্তর দেওয়ার জন্য একটি আদালত কিনা এই প্রশ্নের গভীরে যাওয়া অপ্রয়োজনীয়, কারণ পুনর্বিবেচনা দাখিলের ক্ষেত্রে বিলম্ব হাইকোর্টের সামনে ঘটেছে, আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের সামনে নয়।

বিষয় (ii) এর উত্তর

৩৪. উপরে উল্লেখিত কারণগুলির আলোকে, আমাদের অভিমত যে নগর পালিকা পরিষদ, মোরেনা[১১]-এর মামলাটি ভুলভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সীমানা আইনের ৫ ধারা ১৯৮৩ সালের আইনের ১৯ ধারার সাথে প্রযোজ্য। এতে কোনও স্পষ্ট বর্জন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এবং এমন কোনও প্রমাণ নেই যা ইঙ্গিত করে যে ১৯৮৩ সালের আইনের ১৯ ধারার উপর সীমানা আইনের ৫ ধারা প্রয়োগে বাধা দেওয়ার জন্য আইনী উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ করার জন্য যে মামলাগুলি, যেমন নাসিরুদ্দিন[১২] এবং পপুলার কনস্ট্রাকশন[১৩], তাদের তথ্য এবং প্রযোজ্য আইন উভয় দিক থেকেই আলাদা করা যেতে পারে, এবং তাই বর্তমান মামলার তথ্যের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।"

মধ্যপ্রদেশ আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮৩ এর ধারা ১৯(১) এর বিধানগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হল:

"১৯. হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা—(১) হাইকোর্ট যেকোন সময় অথবা কোন সংক্ষুব্ধ পক্ষ কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদনের ভিত্তিতে, ট্রাইব্যুনালের কাছে অধিগ্রহণ জারি করে

[১১](২০০৪) ২ এমপিজেআর (এসএন) ৩৭৪

[১২](২০০৩) ২ এসসিসি ৫৭৭

[১৩](২০০১) ৮ এসসিসি ৪৭০

এই আইনের অধীনে যে কোন মামলায় রায় দেওয়া হয়েছে তার নথি তলব করতে পারে এবং এই ধরনের অধিগ্রহণ পাওয়ার পর, ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট রায় এবং তার নথি সেই আদালতে প্রেরণ করবে বা প্রেরণের ব্যবস্থা করবে।"

১৭. প্যাটেল ব্রাদার্স বনাম আসাম রাজ্য এবং অন্যান্যরা, ২০১৭ (২) এসসিসি ৩৫০ মামলায়, আসাম মূল্য সংযোজন কর আইনের বিধান সম্পর্কে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। এই আদালত ভ্যাট আইনের ধারা ৮১ এবং ৮৪-এর বিধানগুলি বিবেচনা করেছে, যা সীমা আইনের ধারা ৫ এবং ২৯(২) সহপঠিত। হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনা দাখিলের বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে, এটি বলা হয়েছে যে ভ্যাট আইনের ধারা ৮১ এবং ৮৪-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, সীমা আইনের ধারা ৫-এর বিধানগুলি প্রযোজ্য বলা যাবে না। সীমা আইনের ধারা ২৯(২) এর বিধানগুলির অন্তর্নিহিত বর্জন থাকতে পারে। এমনকি সীমা আইনের বিধানগুলির স্পষ্ট বর্জন না থাকলেও, আদালতের কাছে অন্তর্নিহিত বর্জন বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে। এটি বলা হয়েছে:

"২০. অতএব, এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি হল বিশেষ আইনের বিধানগুলি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে সীমানা আইনের কার্যকারিতা বাদ দেওয়ার জন্য আইনী উদ্দেশ্য ছিল কিনা। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাই যে ভ্যাট আইনের ধারা ৮৪ ভ্যাট আইনের অধীনে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের কেবলমাত্র ধারা ৪ এবং ১২ প্রযোজ্য করেছে। স্পষ্টতই প্রমাণিত আইনী উদ্দেশ্য হল সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ সহ অন্যান্য বিধান বাদ দেওয়া। ধারা ২৯(২) এ বলা হয়েছে যে বিশেষ আইনে কোনও স্পষ্ট বিধান না থাকলে, সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ এর বিধান প্রযোজ্য হবে। যদি আইনসভার উদ্দেশ্য ছিল সীমানা আইনের ধারা ৫, অথবা সেই ক্ষেত্রে, ভ্যাট আইনের অধীনে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য বিধান করা, তাহলে ধারা ৮৪ এর মতো নির্দিষ্ট বিধান করার কোন প্রয়োজন ছিল না যার ফলে কেবলমাত্র সীমানা আইনের ধারা ৪ এবং ১২ এই ধরনের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, কারণ সীমানা আইনের ধারা ২৯(২) এর কারণে এই দুটি ধারাও প্রযোজ্য হত। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে আইনসভা ভ্যাট আইনের অধীনে প্রযোজ্য উক্ত আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ এর মধ্যে কেবলমাত্র সীমানা আইনের ধারা ৪ এবং ১২ এর উদ্দেশ্য ছিল, যার ফলে অন্যান্য বিধানের প্রযোজ্যতা বাদ দেওয়া হয়েছে।

২১. মাঙ্গু রামের[১৪] রায়, আপিলকারীর পক্ষে সাহায্য করবে না কারণ আদালত দেখেছে যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে এমন কোনও বিধান নেই যার মাধ্যমে সীমানা আইনের ধারা ৫ বাদ দেওয়ার আইনী উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা যায় এবং তাই, সীমানা আইনের ধারা ২৯(২) এর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। অংশুমান শুক্লা[১৫] মামলায়ও একই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। বিপরীতে, তাৎক্ষণিক মামলায়, ভ্যাট আইনের পরিকল্পনার পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে এটি একটি সম্পূর্ণ কোড যা কেবল ফোরাম নির্ধারণ করে না বরং প্রতিটি ফোরাম আপিল বা সংশোধন গ্রহণের জন্য কতটা সময়সীমা নির্ধারণ করবে তাও নির্ধারণ করে। আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কেবল এতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিধানের অধীনে শুরু হওয়া কার্যক্রমের দৈর্ঘ্য হ্রাস করা নয় বরং এর অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্তের চূড়ান্ততা নিশ্চিত করা বলে মনে হয়। এতে বর্ণিত সীমার সময়কাল করদাতা এবং রাজস্ব উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা পাওয়া যায়। অতএব, আমরা দ্বিধাহীনভাবে মনে করি যে, ভ্যাট আইনের ধারা ৮১(১) এর অধীনে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ধারা ৫ এর প্রয়োগ, ধারা ৮৪-এ ব্যবহৃত ভাষার কারণে, প্রয়োজনীয় অর্থের দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছে।"

এই আদালত আসামের ভ্যাট আইনের ৮৪ ধারা বিবেচনা করেছে। এটি নিম্নরূপ:

"৮৪. সীমা আইন, ১৯৬৩ এর ধারা ৪ এবং ১২ এর প্রয়োগ— এই অধ্যায়ের অধীনে সীমার সময়কাল গণনা করার সময়, সীমা আইন, ১৯৬৩ এর ধারা ৪ এবং ১২ এর বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হবে।"

ধারা ৮১ সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত, এবং ধারা ৮৪ সীমা আইনের সাথে সম্পর্কিত। ধারা ৮৪ সেই অধ্যায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করে যেখানে ধারা ৮১ এর বিধান স্থান পায়। কেবলমাত্র সীমা আইনের ধারা ৪ এবং ১২ এর বিধানগুলি প্রযোজ্য হয়, এবং অন্যান্য বিধানগুলি সীমাবদ্ধতা আইনের বিধানগুলির সীমিত প্রয়োগের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়। আসাম ভ্যাট আইনের অধীনে সিদ্ধান্তটি ধারা ৮৪ এর উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধানটিকে চালু করেছে।

১৮. এম. পি. স্টিল কর্পোরেশন বনাম সেন্ট্রাল এক্সাইজ কমিশনার, (২০১৫) ৭ এসসিসি ৫৮ মামলায়, এই আদালত

[১৪](১৯৭৬) ১ এসসিসি ৩৯২

[১৫](২০১৪) ১০ এসসিসি ৮১৪

সীমা আইনের ১৪ ধারার অধীনে আদালত এবং দেওয়ানি কার্যধারার তাৎপর্য বিবেচনা করেছে এবং শুল্ক আইনের ১২০ ধারার অধীনে দায়ের করা আপিলের ক্ষেত্রে বিধানগুলি প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়েছে।

১৯. কমিশনার অফ কাস্টমস, সেন্ট্রাল এক্সাইজ, নয়ডা বনাম পাঞ্জাব ফাইবারস লিমিটেড, নয়ডা, (২০০৮) ৩ এসসিসি ৭৩ মামলায় হাইকোর্টে প্রসঙ্গ আবেদন দাখিল করতে বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন উঠেছে। বলা হয়েছে যে ধারা ৫ প্রযোজ্য নয়। উক্ত মামলায়, আদালত সিং এন্টারপ্রাইজ বনাম কমিশনার অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ, জামশেদপুর এবং অন্যান্যরা মামলায় (২০০৮) ৩ এসসিসি ৭০ মামলায় দেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছে। সিং এন্টারপ্রাইজে (উপরোক্ত), বলা হয়েছে:

"৬. এই মুহূর্তে, আইনের ৩৫ ধারাটি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক, যা নিম্নরূপ:

"৩৫. কমিশনারের কাছে আপিল (আপিল)—(১) কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনারের চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার কোনও কেন্দ্রীয় আবগারি কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোনও সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি, সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিষয়ে তাকে জানানোর তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনারের (আপিল) [এখন থেকে এই অধ্যায়ে কমিশনার (আপিল) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে] কাছে আপিল করতে পারবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার (আপিল) যদি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে, পর্যাপ্ত কারণে আপিলকারীকে ষাট দিনের মধ্যে আপিল উপস্থাপনে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাহলে তিনি আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল উপস্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন।

(২) এই ধারার অধীনে প্রতিটি আপিল নির্ধারিত ফর্মে হবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাই করা হবে।"

** ** **

৮. কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার (আপিল) এবং ট্রাইব্যুনাল আইনের অধীনে প্রদত্ত অনুমোদিত সময়ের চেয়ে বেশি বিলম্ব মওকুফ করার এখতিয়ার রাখেন না। যে সময় পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা গৃহীত হতে পারে তা আইনত নির্ধারিত। এটি দাখিল করা হয়েছিল যে সীমা আইন, ১৯৬৩ (সংক্ষেপে "সীমা আইন") এর ধারা ৫ এর যুক্তি বিলম্ব মওকুফের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ধারা ৩৫ এর প্রথম অনুবিধিটি স্পষ্ট করে দেয় যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিষয়ে তাকে জানানোর তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে আপিল করতে হবে। তবে, যদি

কমিশনার সন্তুষ্ট হন যে আপিলকারীকে পর্যাপ্ত কারণে ৬০ দিনের মধ্যে আপিল দাখিল করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাহলে তিনি আরও ৩০ দিনের মধ্যে আপিল দাখিলের অনুমতি দিতে পারেন। অন্য কথায়, এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে আপিল ৬০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে, তবে শর্তাবলী অনুসারে, আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল গ্রহণের জন্য আরও ৩০ দিনের সময় মঞ্জুর করতে পারে। ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাবলী স্পষ্ট করে দেয় যে আপিল কর্তৃপক্ষের ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে আপিল দাখিলের অনুমতি দেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই। ব্যবহৃত ভাষা থেকে স্পষ্ট যে আইনসভার উদ্দেশ্য ছিল আপিল কর্তৃপক্ষ ৬০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৩০ দিন পর্যন্ত বিলম্বকে মওকুফ করে আপিল গ্রহণ করবে, যা আপিলের জন্য স্বাভাবিক সময়। অতএব, সীমা আইনের ৫ ধারা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব কমিশনার এবং হাইকোর্টের এই যুক্তি যুক্তিসঙ্গত ছিল যে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিলম্ব মওকুফ করার কোনও ক্ষমতা নেই।"

২০. চৌধারণা স্টিলস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কমিশনার অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এলাহাবাদ, (২০০৯) ১৫ এসসিসি ১৮৩ মামলায়, কেন্দ্রীয় আবগারি আইন, ১৯৪৪ এর ধারা ৩৫-ছ এর অধীনে আপিল দায়েরে বিলম্বের প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উঠে আসে। আদালত বলে যে হাইকোর্টের বিলম্বকে ক্ষমা করার কোন ক্ষমতা নেই এবং পাঞ্জাব ফাইবারস লিমিটেড (উপরোক্ত) মামলায় সিদ্ধান্তটি অনুসরণ করে।

২১. পূর্বে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে, যখন আমরা ২০০৫ সালের আইনের পরিকল্পনা পরীক্ষা করি, তখন ৪৫ ধারায় থাকা বিধানগুলিতে আইন বা তার অধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে প্রদত্ত প্রতিটি মূল আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান রয়েছে। ৪৫ ধারার উপ-ধারা (৪) ৬০ দিনের মধ্যে অথবা আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে কারণ নথিভুক্ত করে আপিল দায়ের করার বিধান রয়েছে। সুতরাং, ৪৫ (৪) ধারায় থাকা বিধানগুলির কারণে, ৫ ধারার নীতিগুলি আপিল কর্তৃপক্ষের সামনে আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যা অন্যথায় নির্দিষ্ট বিধানের অভাবে কর্তৃপক্ষের উপর প্রযোজ্য হত না। ধারা ৪৬(১) এর বিধান অনুসারে কমিশনারকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পুনর্বিবেচনা আবেদন করা হয়েছে এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সংশোধনের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ৫ বছর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আবেদন গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে। যখন আমরা ধারা ৪৮ এর বিধান বিবেচনা করি, তখন হাইকোর্টকে পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হয় এবং একজন

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এই আদেশ প্রদানের ৯০ দিনের মধ্যে একটি পুনর্বিবেচনা আবেদন করতে পারেন। ধারা ৪৮(১) কোথাও স্পষ্টভাবে সীমানা আইনের বিধানগুলির প্রযোজ্যতা বাদ দেয়নি। ধারা ৫-এর বিধানগুলি ধারা ৪৮-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ ২০০৫ সালের আইনের অধীনে বিধানগুলি স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়নি। আরও, ধারা ৪৫(৪)-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, যা সীমানা আইনের মতো বিলম্বকে ক্ষমা করার বিধান করে, যা কর্তৃপক্ষকে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা প্রদান করে। অধিকন্তু, ধারা ৪৬-এর অধীনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পুনর্বিবেচনারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪৮ ধারায়, কোনও স্পষ্ট বর্জন নেই। আইনের পরিকল্পনার কারণে, এটি অনুমান করা যায় না যে অন্তর্নিহিতভাবে, সীমা আইনের ধারা ৫ এর বিধানগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। ২০০৫ সালের আইনের বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, সীমা আইনের ধারা ২৯(২) এ থাকা বিধানগুলি আকৃষ্ট হবে কারণ কোনও স্পষ্ট বর্জন বা অন্তর্নিহিতভাবে নেই। আমরা মনে করি যে ধারা ২৯(২) এ থাকা বিধানগুলির কারণে, সীমা আইনের ধারা ৫ এর বিধানগুলি ২০০৫ সালের আইনের ধারা ৪৮ এর অধীনে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২২. হাইকোর্ট আসাম ভ্যাট আইনের প্রেক্ষাপটে প্যাটেল ব্রাদার্স (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছে, যেখানে ধারা ৮৪-এর উপরোক্ত বিধান পার্থক্য তৈরি করেছে, যা নির্দিষ্ট বিধান করে যে সীমাবদ্ধতা আইনের কেবল ধারা ৪ এবং ১২ প্রযোজ্য। ফলস্বরূপ, এটি অনুসরণ করে যে অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য নয়। হঙ্গো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (উপরোক্ত) এর সিদ্ধান্তটিও আবগারি আইনের পরিকল্পনাকে চালু করেছে। আবগারি আইনের পরিকল্পনা হিমাচল প্রদেশ ভ্যাট আইনের চেয়ে বস্তুগতভাবে আলাদা। সুতরাং, হঙ্গো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (উপরোক্ত) এর সিদ্ধান্তটিও হিমাচল প্রদেশ ভ্যাট আইনের ব্যাখ্যার জন্য প্রযোজ্য বলা যায় না। ২০০৫ সালের আইনের অধীনে পুনর্বিবেচনা হাইকোর্টের কাছে থাকায়, সীমা আইনের ৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য, এবং ৫ ধারার বিধানগুলির কোনও স্পষ্ট ব্যতিক্রম নেই এবং ২৯(২) ধারা অনুসারে, যদি না কোনও বিশেষ আইন স্পষ্টভাবে এই বিধানটি বাদ দেয়, তাহলে সীমা আইনের ৪ থেকে ২৪ ধারা প্রযোজ্য। হিমাচল প্রদেশ ভ্যাট আইন, ২০০৫ এর পরিকল্পনা বিবেচনা করলে, স্পষ্টতই দেখা যায় যে এর পরিকল্পনা সীমা আইনের বিধানগুলিকে তার মূলনীতি থেকে বাদ দিচ্ছে না যা ধারা ৫ এর নীতিগুলিকে আপিল দাখিলের ক্ষেত্রেও একটি কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে তোলে, তবে উক্ত বিধানের জন্য কর্তৃপক্ষের বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা থাকবে না। এর অর্থ হলো, এটা স্পষ্ট যে সীমানা আইনের ধারা ৫ এর বিধানগুলি বাতিল করা হয়নি; ২০০৫ সালের আইনের ধারা ৪৮ এর অধীনে সীমানাকে প্রশ্রয় দেওয়ার

জন্য তাদের ভূমিকা রয়েছে। কমিশনারকে ৫ বছরের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং, সীমাবদ্ধতা আইনকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য নয়। সংশোধন দাখিলের বিলম্বকে আমরা ক্ষমা করি।

২৩. আমরা বিবেচনাধীন মতামত রাখি যে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে টেকসই বলা যাবে না। সীমানা আইনের ৫ ধারার বিধানগুলি ২০০৫ সালের আইনের ৪৮ ধারার অধীনে পুনর্বিবেচনার বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করা হয়। বিতর্কিত রায় এবং আদেশগুলি বাতিল করা হয়; আইন অনুসারে যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলাগুলি পরীক্ষা করার জন্য হাইকোর্টে প্রেরণ করা হয়।

নিধি জৈন **বিষয়টি হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal